

Teacher's Content

বাংলার ইতিহাসের আধুনিক যুগ-০১

- ☑ উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন
- ☑ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন
- ☑ উপমহাদেশে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন

- ☑ বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন
- ☑ উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন

Content Discussion

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

নাবিক বার্থোলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তরাংশ অস্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্বদিকে আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরে ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

পর্তুগীজদের আগমন

পর্তুগালের লোকদের পর্তুগিজ বলে। উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজরাই ১৫১৪ সালে উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপলি নামক স্থানে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন আলবুকার্ক। তিনি কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গটি ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ। বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে। শেরশাহকে প্রতিরোধ করার জন্য সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। মাহমুদ শাহের পক্ষে পর্তুগিজরা শেরশাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। উক্ত লড়াইয়ের পর্তুগিজরা পরাজিত হন। পর্তুগিজগণ বাংলাদেশে ফিরিসি নামে পরিচিত। পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হয় ‘হার্মাদ’।

ওলন্দাজদের আগমন

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলে। তারা এই অঞ্চলে ‘ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। প্রথমে পর্তুগিজ এবং পরে ইংরেজগণ ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা এদেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ডেনিশদের আগমন

ডেনমার্কের লোকদের বলা হয় ডেনিশ বা দিনেমার। তারা এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ‘ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠন করে। কিন্তু তারা বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার

ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লীর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ‘ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হকিস ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। ক্যাপ্টেন হকিসের আবেদনক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। ঐ সালেই অর্থাৎ, ১৬০৮ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশের প্রথম কুঠির স্থাপন করে সুরাটে। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে বাংলার হরিহরপুরে প্রথম বাণিজ্য কুঠির নির্মাণ করেন। দীর্ঘকাল পরে ১৬৫১ সালে হুগলী শহরে তারা দ্বিতীয় কুঠি নির্মাণ করেন। এভাবে কোম্পানি তাদের বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণ করতে থাকে। যেসব স্থানে নতুন কুঠির স্থাপন করা হয়, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কাসিম বাজার (১৬৫৮ সালে), পাটনা (১৬৫৮ সালে), ঢাকা (১৬৬৮ সালে)।

১৬৮০ সাল নাগাদ কোম্পানির বাণিজ্য দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক সুতানটি নামক গ্রামে তাঁর দফতর স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কলকাতা নগরী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। ১৬৯৮ সালে কোম্পানি কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদার সনদ লাভ করে। ১৬৯৮ সালেই কলকাতাই ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ মিলিত হয়। মুঘল সরকার তখন বুঝতে পারেননি যে, এই জমিদারি ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে একদিন সারা দেশই কোম্পানির রাজত্ব পরিণত হবে।

কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্রাট ফররুখশিয়ারের নিকট থেকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ফরমান লাভ (১৭১৭ সাল)। কোম্পানি সম্রাট ফররুখশিয়ারের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধার ফরমান লাভ করলেও মুর্শিদ কুলী খান সেই ফরমান কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর পরবর্তী সুবেদার সুজাউদ্দীন খান ১৭২৭-১৭৩৯ সালে ও আলীবর্দী খানের ১৭৪০-১৭৫৬ সাল পর্যন্তও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হয়। সেজন্য মুর্শিদ কুলী খানের আমল থেকে প্রত্যেক সুবেদারের বিরুদ্ধে কোম্পানির অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁরা ফরমান মোতাবেক কাজ না করে কোম্পানির প্রতি ইচ্ছাকৃত বৈরীভাব পোষণ করছেন। কিন্তু আলীবর্দী খানের মৃত্যুর (১৭৫৬ সাল) পর সেই কৌশলের রাজনীতির অবসান ঘটে এবং সঙ্গে শুরু হয় এই দেশে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপনের তৃতীয় পর্যায়।

ফরাসিদের আগমন

ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সবার শেষে ব্যবসা করার জন্য আসে ফরাসিগণ। তারা প্রায় ১০০ বছর এদেশে বাণিজ্য করে। তারা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে কিন্তু ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে তারা ভারত থেকে সরে পড়ে।

তথ্য কণিকা

- ভাস্কো-দা-গামার আগে ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে জলপথে পূর্ব দিকে আগমনের পথ আবিষ্কার করেন- বার্থোলোমিউ দিয়াজ।
- ভাস্কো-দা-গামা সর্বপ্রথম ভারতের যে বন্দরে আসেন- কালিকট বন্দরে।
- ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌছেন- ১৪৯৮ সালের ২৭ মে।
- ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম বাংলায় আসে- পর্তুগিজ বণিকরা, ১৫১৪ সালে।
- ভারতে পর্তুগিজ তথা ইউরোপীয়দের প্রথম দুর্গ ছিল- কোচিন।
- ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের প্রথম গভর্নর ছিলেন- আলবুকার্ক।
- পর্তুগিজরা বাংলাদেশে পরিচিত ছিল- ফিরঙ্গী নামে।
- বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- কাসিম খান জয়িনী।
- চট্টগ্রাম দখল করে সেখান থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- শায়েস্তা খান।
- হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা পরিচিত ডাচ বা ওলন্দাজ নামে।
- যে দেশের অধিবাসীদের বলা হয় ডেনিশ- ডেনমার্ক।
- ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন- অর্থসচিব কোলবাট।
- ইংরেজরা বিনা শুদ্ধ বাণিজ্য করার অধিকার পান- মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হত - হার্মাদ।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

এলাহাবাদ চুক্তি

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর লর্ড ক্লাইভ ইচ্ছে করলে দিল্লী অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তান না করে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাথে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এলাহাবাদের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে।

দ্বৈত শাসন

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ। এই শাসন ব্যবস্থায় তিনি নবাবের হাতে নেজামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর রাজস্ব ও দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। ফরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং জনগণের দুর্দশা চরমে পৌছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

রবার্ট ক্লাইভের দ্বৈতশাসন নীতি এবং ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে বাংলার জনসাধারণের অবস্থা ত্রুমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে বাংলায় মারাত্মক খাদ্য অভাব দেখা দেয়। সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। বাংলা ১১৭৬ সালের (ইংরেজি ১৭৭০ সালে) এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বা 'মহাদুর্ভিক্ষ' নামে পরিচিত। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন কার্টিয়ার।

নিয়ামক আইন

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ কোম্পানির অবহেলা, নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনী ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে সুদূর ইংল্যান্ডে দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। এজন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সুপারিশক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে নিয়ামক আইন পাস হয়। এই আইনের ফলে কোম্পানির গভর্নর এর পদ গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়।

ভারত শাসন আইন

রেগুলেটিং আইনের দোষ ত্রুটি সংশোধন করে কোম্পানির উপর ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট করার জন্য ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ভারত শাসনের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পিটের ভারত শাসন আইন কার্যকর ছিল।

তথ্য কণিকা

- ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশ্বাসঘাতকতার উপহারস্বরূপ মীরজাফরকে সিংহাসনে বসান লর্ড ক্লাইভ।

- রাজ্যের দেওয়ানি ও শাসনকার্যের ভার যথাক্রমে কোম্পানি ও নবাবের হাতে অর্পিত হওয়া ইতিহাসে দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত।
- লর্ড ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন ১৭৫৭-১৭৬০ সাল পর্যন্ত।
- লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের ভারতে আসে ১৭৬৫ সালে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করেন ১৭৬৫ সালে।
- ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে)
- কোম্পানি যে শর্তে বাংলা দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করেন বাংলার নবাবকে বার্ষিক ৫০ লাখ টাকা ও দিল্লির সম্রাট শাহ আমলকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা কর প্রদানের শর্তে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে বলা হতো বোর্ড অব ডিরেক্টরস।

গভর্নরের শাসন (১৭৭৩-১৮৩৩)

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫)

উপমহাদেশের প্রথম ‘রাজস্ব বোর্ড’ স্থাপন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। রাজকোষের শৃঙ্খতা পূরণের উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। এটি পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ছিল। তিনি লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন।

তথ্য কণিকা

- বোর্ড অব ডিরেক্টরসের নির্দেশে হেস্টিংস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন- ১৭৭২ সালে।
- মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকোষ ও রাজধানী কলকাতায় প্রথম স্থানান্তর করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ভারত শাসন সংক্রান্ত যে আইন সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাস করা হয়- রেগুলেটিং অ্যাক্ট।
- ‘আইন-ই-আকরবী’ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের প্রথম উদ্যোগ নেন- ওয়ারেন হেস্টিংস।

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)

লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে বিধান চালু করেন পরবর্তীকালে তা ‘ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস’ নামে প্রচলিত হয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় দশশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। তিনি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দশশালা বন্দোবস্তকে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ বলে ঘোষণা দেন। জমিদারগণ নিয়মিত খাজনা পরিশোধ না করায় কোম্পানি ঘাটতির সম্মুখীন হয়। ফলে ‘সূর্যাস্ত আইন’ পাস করে নির্দিষ্ট সময়ে বকেয়া খাজনা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় অনেক জমিদার জমিদারি হারায়।

তথ্য কণিকা

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কর্নওয়ালিস রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেন দশশালা বন্দোবস্ত।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিক হয় জমিদারগণ
- যে আইন বলে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়ে বহু পুরাতন জমিদার তাদের জমিদারি হারায় সূর্যাস্ত আইন।

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫)

তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ করে তাজোর, সুরাট, কর্ণাট এবং অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ করেন সে সময় টিপু সুলতান ছিলেন মহীশূরের শাসনকর্তা। তিনি দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রেইথওয়েটকে পরাজিত করে বিপুল সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। টিপু এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে ওয়েলেসলি টিপুর বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। টিপুর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলি। টিপু সুলতান বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হন।

তথ্য কণিকা

- সম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ওয়েলেসলি কর্তৃক গ্রহীত নীতির নাম অধীনতামূলক মিত্রতা।
- ভারতে ওয়েলেসলির রাজত্বকালের সমসাময়িক ইউরোপের প্রচন্ড প্রত্যাশালী শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।
- টিপু সুলতান ও লর্ড ওয়েলেসলির মধ্যে ১৭৯৯ সালে সংঘটিত যুদ্ধ চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ।
- টিপু সুলতানকে সমাহিত করা হয় মহীশূরের লালবাগে পিতা হায়দার আলীর সমাধির পাশে।

গভর্নর জেনারেলের শাসন (১৮৩৩-১৮৫৮)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কে (১৮২৮-৩৫)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কে রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা সমাজ সংস্কার কাজের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। লর্ড বেন্টিন্কে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। এই ব্যাপারে বেন্টিন্কে রাজা রামমোহন রায়ের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সর্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করেন।

তথ্য কণিকা

- লর্ড বেন্টিন্কে ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে রহিত করেন- সতীদাহ প্রথা।
- নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে বেন্টিন্কে যার অধীনে যুদ্ধ করেন- ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- এলাহাবাদে রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন- উইলিয়াম বেন্টিন্কে।

- বাংলার গভর্নর জেনারেল পদ ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে পরিণত- হয় ১৮৩৩ সালে।

লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্রাজ্যবাদী ছিলেন লর্ড ডালহৌসি। তিনি স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রয়োগ করে ভারতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান। লর্ড ডালহৌসি 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' ব্যাপক প্রয়োগ করলেও তিনি এর উদ্ভাবক ছিলেন না। এই নীতি পূর্বেই প্রণীত হয়েছিল। তিনি এই নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, বাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলো ব্রিটিশ সম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮৫০ সালে তিনি কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন। তিনি ডাকটিকিটের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ প্রথা চালু করেন। বিধবাদের পুনঃবিবাহ প্রথা চালু করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

তথ্য কণিকা

- বিখ্যাত গঙ্গা ক্যানাল খনন করা হয়- ডালহৌসির সময়ে।
- বাংলায় সর্বপ্রথম রেলপথ তৈরি হয়- রানীগঞ্জ, কলকাতা।
- স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন- লর্ড ডালহৌসি।
- ডাকটিকিটের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন- লর্ড ডালহৌসি।

সরাসরি ব্রিটিশ শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭)

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২)

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে অর্পণ করেন। ইংল্যান্ডের মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় (Viceroy) বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয়। ভারত শাসনের জন্য মহারানীর পক্ষ থেকে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এর ফলে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল) এর অবসান ঘটে। ১৮৬১ সালে উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন লর্ড ক্যানিং। ঐ একই বছর তিনি উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ সার্ভিস চালু করেন। এছাড়া উপমহাদেশে তিনিই প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন।

তথ্য কণিকা

- সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পণ করে- ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট।
- ইংল্যান্ডের মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয়- গভর্নর জেনারেলকে

- জমিদারদের হাত থেকে রায়তদের রক্ষার্থে ক্যানিং যে আইন চালু করেন- টেন্যান্সি অ্যাক্ট বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।
- ইন্ডিয়ান সিভিল আইন পাস করেন- লর্ড ক্যানিং।
- ইন্ডিয়ান হাউজ হলো- ভারত সচিবের সদর দপ্তর।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২)

ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৮৭২ সালে লর্ড মেয়োর শাসনামলে।

লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০)

তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ সালে অস্ত্র আইন পাস করে বিনা লাইসেন্স অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন।

তথ্য কণিকা

- লর্ড লিটন ভিক্টোরিয়াকে 'কাইসার-ই-হিন্দ' (Kaiser-i Hind) ঘোষণা করে- ১ জানুয়ারি ১৮৭৭।
- যে পত্রিকা লর্ড লিটন তথা ব্রিটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা করে- অমৃতবাজার।
- ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন- লর্ড লিটন।

লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪)

তিনি সংবাদপত্র আইন রহিত করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি ১৮৮২ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করেন। লর্ড রিপন 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন করে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন। কিন্তু ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়দের মধ্য তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তিনি ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যস্থায় প্রবর্তক। লর্ড রিপন শ্রমিক কল্যাণের জন্য ১৮৮১ সালের 'ফ্যাক্টরি আইন' পাস করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ আইনের দ্বারা শিল্প শ্রমিকদের দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করার নিয়ম চালু করা হয়। ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে চেয়ারম্যান করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত।

তথ্য কণিকা

- কলকারখানাতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করেন- লর্ড রিপন।
- সংবাদপত্র আইন রহিত করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন- লর্ড রিপন।
- ইলবার্ট বিল পাস করেন- লর্ড রিপন
- ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তক- লর্ড রিপন।

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত ছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন। এক ঘোষণায় তিনি বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে ভাগ করেন। এ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশ। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী ছিল কলকাতা। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। লর্ড কার্জন কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ‘ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি’ প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্য কণিকা

- ১৯০৫ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় ছিলেন- লর্ড কার্জন।
- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরের ঘোষণায় বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে ভাগ তথা বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন।
- কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন- লর্ড কার্জন।

লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১০)

তিনি ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ১৯০৯- এর মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেন লর্ড মিন্টো।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬)

‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে ‘রাখিবন্ধন’ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাঙালির ঐক্যের আহবান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলার জল’ গানটি রচনা করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ ‘বঙ্গভঙ্গ’ রদ করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে ‘বেঙ্গল প্রদেশ’ সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলমানদের খুশি করার জন্য ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। তিনি ১৯১৫ সালে পাবনার পাকশিতে বৃহত্তম রেলসেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ করেন।

তথ্য কণিকা

- হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে ‘বঙ্গভঙ্গ’ রদ করেন- রাজা পঞ্চম জর্জ।

- বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন- ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে সৃষ্টি করা হয়- বেঙ্গল প্রদেশ।

লর্ড চেমসফোর্ড (১৯১৬-২১)

লর্ড চেমসফোর্ড ১৯১৯ সালে ‘মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন’ নামে একটি সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। এটি ভারত শাসন আইন (১৯১৯) নামেও পরিচিত। এই আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ছিল কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বড়লাটের হাতে। প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন নীতি কার্যকর ছিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল গভর্নরের হাতে। ফলে জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অপর্যাপ্ত থেকে যায়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)

ব্রিটিশ-ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এটলি। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জন্ম নেয় ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র। স্যার সাইবিল র্যাডক্লিফের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করেন। এই কমিশন র্যাডক্লিফ কমিশন নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ।

তথ্য কণিকা

- ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন- লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- এটলি।
- ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে- ‘ভারত স্বাধীনতা আইন’ পাশ হয়।
- আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন- লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করে স্যার সাইবিল র্যাডক্লিফের নেতৃত্বে গঠিত- র্যাডক্লিফ কমিশন।

বাংলায় ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম

শাসক	পদক্ষেপ	সাল
লর্ড ক্লাইভ	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা	১৭৬৫
লর্ড কর্ণওয়ালিস	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	১৭৯৩
উইলিয়াম বেন্টিনক	সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ	১৮২৯
লর্ড কার্জন	বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫
লর্ড হার্ডিঞ্জ	বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১
লর্ড মিন্টো	মর্লি-মিন্টোর সংস্কার আইন	১৯০৯
লর্ড চেমসফোর্ড	মন্টেগু-চেমস ফোর্ড সংস্কার আইন	১৯১৯
লর্ড উইলিংডন	ভারত শাসন আইন	১৯৩৫

লর্ড লিনলিথগো	ক্রিপস মিশন	১৯৪২
লর্ড ওয়াভেল	ক্যাবিনেট মিশন	১৯৪৬
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	ভারত স্বাধীনতা আইন	১৯৪৭

বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

সিপাহি বিদ্রোহ

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে। বিদ্রোহের মূল সূচনা হয় ২৯ মার্চ, ১৮৫৭ ব্যারাকপুর থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্রাজ্যবাদ নীতি; লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতি; মুসলিম ও হিন্দু রাজ্যের বিলোপ; দেশীয় উপাধি লোপ ও বৃত্তিলোপ; ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদ থেকে বিতাড়ন; সম্রাট বাহাদুর শাহকে পৈত্রিক রাজপ্রাসাদ হতে অপসারণ প্রভৃতি কারণে জনগণের মধ্যে অসন্তোষের তীব্র প্রকাশ ঘটে এবং প্রতিকারের প্রত্যাশায় বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; সূর্যাস্ত আইন; সরকার কর্তৃক লাখোরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি কারণে বহু ভূ-সামন্ত, কৃষক ও বণিক ভূমি হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন নির্যাতন ও জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের কারণে মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। ফলে সর্বত্র মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধে এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

মুঘল সম্রাজ্যের পতন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে ১৮৫৮ সালে। কোম্পানির শাসনামল ১৭৫৭-১৮৫৮ সাল।

১৮৫৮ সালে ভারতের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নেয়ার ঘোষণাপত্র ঢাকার 'আন্টাঘর ময়দানে' দাঁড়িয়ে পাঠ করা হয়। মহারণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতেশ্বরী ঘোষণা করা হয়। আন্টাঘর ময়দানের নামকরণ করা হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ১৯৫৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'বাহাদুর শাহ পার্ক' করা হয়।

১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ও পার্লামেন্টের উপর অর্পিত হয় এবং গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি উপাধি দেয়া হয়।

তথ্য কণিকা

- পাক ভারত উপমহাদেশে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়- ১৮৫৭ সালে।
- কোম্পানির শাসনের অবসান হয়- ১৮৫৮ সালে।
- ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়- ১৮৫৮ সালে। ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম 'বাহাদুর শাহ পার্ক' করা হয় ১৯৫৭ সালে।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় রেনেসাঁর অগ্রদূত। ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ারের সহায়তায় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত করেন 'হিন্দু

কলেজ' যা পরবর্তীতে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮২৮ সালে তিনি কল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে ব্রাহ্ম ধর্ম, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার জবাবে তিনি বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক 'সতীদাহ প্রথা' রহিত করেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের সংবাদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৌছানোর জন্য একজন দূত প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলে দূত হিসেবে রামমোহন রায় মনোনীত হন সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ১৮৩০ সালে তাকে রাজা উপাধি প্রদান করে ইংল্যান্ডে পাঠান। সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমুদ্রপথে বিলেত গিয়েছেন। ১৮৩৩ সালে তিনি ব্রিস্টল শহরের মারা যান।

তথ্য কণিকা

- রাজা রামমোহন রায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন- ১৮১৭ সালে।
- রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন- ১৮২৮ সালে।
- রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দেন- সম্রাট ২য় আকবর, ১৮৩০ সালে।
- রাজা রামমোহন রায় মারা যান- ১৮৩৩ সালে, ব্রিস্টল শহরে।

তিতুমীরের আন্দোলন (১৭৮২-১৮৩১)

তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী। তিনি বাশের কেদ্বা খ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতের চাঁদপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২২ সালে মক্কায় হজ্জ কর্তে গেলে সেখানে মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তার শিষ্য হন। দেশে ফিরে এসে তিনি ওয়াহাবি আন্দোলন (ধর্ম ও সমাজসংস্কার) শুরু করেন। ওয়াহাবী শব্দের অর্থ নবজাগরণ। তার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলা।

১৮৩০ সালে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী শিখদের পরাজিত করে পেশোয়ার জয় করলে উজ্জীবিত তিতুমীর প্রকাশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও ফরিদপুরের অংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ইংরেজ সরকার দুইবার তার বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনী পাঠালে তিনি তাদের পরাজিত করেন। ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর তিনি নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেদ্বা তৈরি করেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক ১৮৩১ সালে কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে তিনি এবং তার বহু অনুচর যুদ্ধে শহীদ হন (১৯ নভেম্বর ১৮৩১) তার প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুখকে ইংরেজরা ফাঁসি দেয়।

তথ্য কণিকা

- যে বাঙালি প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শহীদ হয়েছিলেন- শহীদ তিতুমীর।
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম- সৈয়দ মীর নিসার আলী।

- তিতুমীরের জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার- চাঁদপুর গ্রামে (মতান্তরে হায়াদারপুর)।
- যার নেতৃত্বে বাঁশের কেব্লা ধ্বংস হয়- লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- ইংরেজ সৈন্যরা নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেব্লা আক্রমণ করেন- ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর।
- তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন- ইতিহাসে তা বারাসাতের বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)

বৃহত্তর ফরিদপুরের (বর্তমান মাদারীপুর) অধিবাসী শরীয়তুল্লাহ বাল্যকাল থেকে ছিলেন ধর্মভীরু। পবিত্র হজ্জ পালনের পর দেশে এসে তিনি জনগণকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। তার পরিচালিত আন্দোলনই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত এবং তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তিনি মুসলমানদের ‘ফরজ’ বা অবশ্যই পালনীয় কর্মের উপর জোর দেন। এ থেকেই ‘ফরায়েজি’ শব্দের উৎপত্তি। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। ১৮১৮ সালে এ আন্দোলন শুরু হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে নিষেধ করেন তা বিশেষত শ্রদ্ধ, পৈতা, রথ, দুর্গাপূজা ইত্যাদির জন্য কর প্রদানে নিষেধ করেন। এ কারণে হিন্দু জমিদারগণ মুসলমানদের দাড়ির উপর কর বসায়। তিনি মুসলমানদের অনৈসলামিক কর্মগুলোকে শেরেক ও বেদায়ত-এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পীর, পূজা, কবর পূজা, সেজদা ইত্যাদিকে শেরেক এবং জারিগান, মরমের মাতম প্রভৃতিকে বেদায়ত বলে উল্লেখ করেন। তিনি এদেশকে দারুল হরব বা বিধর্মীর রাজ্য বলে অভিহিত করেন।

তথ্য কণিকা

- ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- হাজী শরীয়তুল্লাহ
- হাজী শরীয়তুল্লাহর জন্ম মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার- শামাইল গ্রামে।
- দার-উল-হারব কথাটির অর্থ- বিধর্মী রাজ্য/যে রাজ্য ইসলামী অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয় না।

দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২)

হাজী শরীয়তুল্লাহর একমাত্র ছেলে দুদু মিয়া পিতার মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পিতার মত শান্ত, ধীরস্থির প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। অত্যন্ত সাহসী দুদু মিয়া মুসলমানদের উপর জরিমানা ও ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেন। তেজস্বী ও অসাধারণ কর্মী দুদু মিয়া দৃঢ় হস্তে জমিদারদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে থাকলে জমিদারা শঙ্কিত হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করায় তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৮৬০ সালে মুক্তি পান। ‘জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী’ এটি তার বিখ্যাত উক্তি। ফরায়েজীগণ পূর্ববঙ্গে তাদের আন্দোলন পরিচালনা

করেন। ১৮৬২ সালে তিনি মারা যান। এর মধ্য দিয়ে ফরায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তথ্য কণিকা

- হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন- দুদু মিয়া।
- দুদু মিয়ার আসল নাম- পীর মুহসীনউদ্দীন আহমদ।
- দুদু মিয়ার নেতৃত্ব ফরায়েজি আন্দোলন রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামে।
- মক্কা যাওয়ার পথে দুদু মিয়া সাক্ষাৎ করেছিলেন- বাংলার সংগ্রামী নেতা তিতুমীর এর সাথে।
- দুদু মিয়াকে সমাহিত করা হয়- ঢাকার বংশালে।

নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তার প্রচেষ্টায় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ ‘প্রেসিডেন্সি কলেজ’-এ রূপান্তরিত হয় ১৮৫৪ সালে। তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশীপ লাভ করেন। একই বছরে তিনি কলকাতা মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। এটি ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম সমিতি। মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য মনোনীত হন। সিপাহি বিদ্রোহে তিনি ব্রিটিশদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। ঢাকার সিপাহি বিদ্রোহ দমনে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এর পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশরা তাকে প্রথম নবাব এবং পরে ‘নবাব বাহাদুর’ উপাধি প্রদান করেন।

তথ্য কণিকা

- ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন যে কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে- হিন্দু কলেজ।
- ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা- হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডি রোজারিও।
- ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল- পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২)

১৭৩২ সালে হুগলী জেলায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তিনি মানব কল্যাণে দান করেছেন। এজন্য তিনি ‘দানবীর’ ও ‘বাংলার হাতেম তাই’ নামে সুপরিচিত। ১৮০৬ সালে তিনি ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা সম্পত্তি দিয়ে ‘মুহসীন ট্রাস্ট’ গঠন করলে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা শিক্ষার জন্য এই অর্থ লাভ করত। পরবর্তীতে ‘মুহসীন ট্রাস্টের’ অর্থ কেবল গরীব ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১২ সালে তিনি কলকাতায় ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ সালের ৮ এপ্রিল হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ। ‘The Spirit of Islam’ নামে তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন’ নামক মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ গঠিত হলে ১৯০৮ সালে তার নেতৃত্বে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা গঠিত হয়। তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি ইন্তোকাল করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহের প্রতীবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা আইন পাস হয় বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। এ আইন প্রতীবনের ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্ববধানে বাংলার প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৭০ সালে তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বিধবাকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের ফলে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বিদ্রোহ করেন ফকির সন্ন্যাসীরা। তারা ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন। ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিরগণ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। মজনু শাহের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতার অভাবে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তথ্য কণিকা

- ফকিররা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিল- ১৭৫৭ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত।
- ফকিরগণ ইংরেজদের ওপর হামলা করে- ১৭৬৩ সালে।
- ১৭৬৪ সালের সংঘটিত বঙ্গারের যুদ্ধে মীর কাসিম সাহায্যে কামনা করেন- ফকির সন্ন্যাসীদের।
- যার মৃত্যুর পর নেতৃত্বের অভাবে ফকির আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে- মজনু শাহের।
- ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ফকির মজনু শাহ যে জমিদারকে পত্র দেন- নাটোরের রানী ভবানীর কাছে।
- সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন- উইলিয়াম হান্টার।
- বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ও নায়িকা নামে পরিচিত- ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী।

- যে অত্যাচারী জমিদার রংপুরে কৃষক বিদ্রোহের জন্য দায়ী- দেবী সিংহ।
- পাগলপত্নী বিদ্রোহের নেতৃত্বে দেন- করিম শাহ ও পরবর্তীতে টিপু শাহ।

তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন হল কৃষক আন্দোলন। ১৯৬৪-৪৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ আন্দোলনের প্রধান দুটি দাবী হল-জমিতে চাষীর অধিকার এবং বর্গাচাষীর ফসলের দুই তৃতীয়াংশ প্রদান।

তথ্য কণিকা

- তেভাগা আন্দোলনের সময়কাল- ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত।
- তেভাগা আন্দোলনের দাবি ছিল- উৎপন্ন ফসলের ৩ ভাগের ২ ভাগ পাবে চাষী এবং ১ ভাগ পাবে মালিক।
- তেভাগা আন্দোলনের তীব্র আকার ধারণ করে- দিনাজপুর ও রংপুর জেলায়।
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন- ইলা মিত্র।

চাকমা বিদ্রোহ

চাকমাগণ মুঘল আমলে খুব অল্প পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করত, যা দ্রব্যের মাধ্যমে পরিশোধ করা হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করে ১৭৬০ সালে। ১৭৭২-৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে নতুন আইনে বর্ধিত হারে মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করে। পার্বত্য অঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতি প্রবর্তন করায় পাহাড়ে ব্যাপক জন অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৭৭৭সালে রাজস্ব আরো বৃদ্ধি করা হলে জোয়ান বক্স কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দশ বছর ধরে চলা এ যুদ্ধ অবশেষে চাকমা রাজার সাথে ইংরেজদের সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়।

তথ্য কণিকা

- চাকমা বিদ্রোহের সময় তাদের রাজা ছিলেন- জোয়ান বক্স খান।
- চাকমা বিদ্রোহের প্রধান কারণ- চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে মুদ্রায় রাজস্ব দিতে বাধ্য করা, মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন ইত্যাদি।
- চাকমা বিদ্রোহ চলে- প্রায় ১০ বছর।

উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ সালে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য কণিকা

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা- অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অস্টোভিয়ান হিউম।
- কংগ্রেস যে নীতিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে থাকে- অখণ্ড ভারত' নীতিতে।
- ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে।

আলীগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন আলীগড় আন্দোলনের উদ্যোক্তা। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য এ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং মুসলমানগণ ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে পরবর্তীতে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

বঙ্গবিভাগ

প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকেই ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব মানতে চাইতো না এবং সুযোগ পেলেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতো। এ কারণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নৈতিক শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ বাংলা প্রদেশ একজন গভর্নরের অধীনে সুশাসন পরিচালনা দুর্বল-এ যুক্তিতে ব্রিটিশগণ বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০০ সালে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা দেন এবং ১৯০১ সালে মি. ফ্রেজারকে বাংলা প্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করেন।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশী আন্দোলন বলে।

- প্রথম পর্যায়: সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দান এবং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবাদজ্ঞাপন।
- দ্বিতীয় পর্যায়: আত্মশক্তি গঠন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।
- তৃতীয় পর্যায়: বয়কট বা বিলেতি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের উপাদান ও ব্যবহার। বয়কট নীতি সফল করতে বৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ এবং মতিলাল ঘোষ তাদের লেখনী দ্বারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।
- চতুর্থ পর্যায়: বৈপ্লবিক বা সশস্ত্র আন্দোলন।

তথ্য কণিকা

- বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের ঘোষণার মাধ্যমে।
- বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয়া হয়- সশ্রুটি পঞ্চম জর্জের অভ্যৈক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহত দিল্লির দরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর।
- বঙ্গভঙ্গ রদ করার সুপারিশ করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- বঙ্গভঙ্গের পরিশ্রমিতে বাঙালির ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গানটি রচনা করেন- 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'।

মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে মুসলিম নেতাদের এক অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নবাব ভিকার-উল মূলক। সভায় ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব দিলে উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ এটি সমর্থন করেন। এভাবে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর করাচীতে মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য কণিকা

- ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর।
- মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে।
- দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা- মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।
- জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোষণা করেন- ১৯৩৯ সালে।
- বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক।
- বাংলার গভর্নরের সাথে বিরোধের ফলে এ কে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভা গঠন করেন- মুসলিম লীগের খাজা নাজিমউদ্দীন।
- বাংলার শেষ মূখ্যমন্ত্রী- সোহরাওয়ার্দী

প্রাদেশিক নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০টি আসনে, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি আসনে এবং স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১ টি আসনে এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৪টি আসনে বিজয়ী হয়।

এ কে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভা

সব দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এ কে ফজলুল হক।

১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে জমিদারদের অধিকার হ্রাস এবং কৃষকদের অধিকার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় চাষী খাত আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনের ফলে বাংলার সর্বত্র ‘ঋণ সালিশি বোর্ড’ গঠিত হয়। ফজলুল হক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন। ঢাকায় কৃষি কলেজ এবং বরিশালের চাখার কলেজ স্থাপনের কৃতিত্ব হক সাহেবের। মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য ঢাকায় ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

তথ্য কণিকা

- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা হয়- মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে।
- ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগ আসন পায়- ৪০টি (কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি)।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আবুল হাসেম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।

লাহোর প্রস্তাব

১৯৩৯ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তার এ ঘোষণা দ্বি-জাতি তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মোহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব’ উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোন উল্লেখ ছিলনা। তবুও এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে এ প্রস্তাবের সংশোধন করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি মাত্র রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

তথ্য কণিকা

- লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ
- লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ‘লাহোর প্রস্তাব’ উত্থাপন করেন- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।
- লাহোর প্রস্তাবের মূল দাবি- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা।
- বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণ সালিশী বোর্ড প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের নিকট স্বরণীয় হয়ে আছেন- এ কে ফজলুল হক।

ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা

১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার পথ রুদ্ধ হলে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন সর্বশেষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের নীতি ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ‘ভারত স্বাধীনতা আইন’ পাশ হয়। এসময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেণ্ট এটলী। ১৪ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তানের হাতে এবং ১৫ আগস্ট দিল্লীতে ভারতীয়দের হাতে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এভাবে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদ অলংকৃত করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

তথ্য কণিকা

- ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত ও ১৪ আগস্ট পাকিস্তান-স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- উভয় ডোমিনিয়ন স্বাধীনভাবে তাদের শাসনতন্ত্র রচনা করবে।
- দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান বা স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার থাকবে।

ক্ষুদিরাম

১৮০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসি হয় সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ক্ষুদিরামের। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লা চাকি বিহারে মোজাফফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করলে আরোহী দুজন নিহত হন, কিংসফোর্ড গাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেচে যান। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। কিংসফোর্ডকে বোমা মেরে হত্যার প্রচেষ্টায় এবং নিরীহ দু'জন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। অন্যদিকে প্রফুল্লা চাকি আত্মহত্যা করে। ক্ষুদিরামকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত গান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' লিখেছেন, কলকাতার বাকুড়ার লৌকিক গীতিকার পীতাম্বর দাস। এতে সুর দেয়া হয়েছে বাউলদের গাওয়া একটি গৌরচন্দ্রিকা একবার এসা দিনমনি গানের ঝুমুর বাউল জাতীয় সুর। গানটি মুখে মুখে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রীতিলতা ওয়াদেদার

প্রীতিলতা ওয়াদেদার ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের শিষ্য। তিনি ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকার্যে অংশ নেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং সূর্যসেনের নারী সেনানী। ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাস অপারেশন শেষে ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়লে তিনি পটাসিয়াম সাইনাইড পানে আত্মহত্যা করেন।

তথ্য কণিকা

- মাস্টার দা সূর্যসেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৮ এপ্রিল ১৯৩০।
- মাস্টার দা সূর্যসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়- ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে।

নীল বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কারণে বস্ত্রশিল্পে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের ফলে ব্রিটেন থেকে দলে দলে ইংরেজ বণিকেরা বাংলায় আসে এবং নীল চাষ শুরু করে। তবে চাষীদের ন্যায্য মূল্য না দেয়ায় চাষীরা নীলচাষে সম্মত হয় না। নীল চাষীদের উপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচার চাষীরা নত শিরে মেনে নিলেও কোথাও কোথাও নীল চাষীদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ ঘটে।

চাষীরা সংঘবদ্ধভাবে নীল চাষে অসম্মতি জানায় এবং আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নেয়। ১৮৫৯-৬০ সালে উত্তরবঙ্গ এবং ফরিদপুর-যশোর অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার নীল কমিশন গঠন করে। কমিশন নীলচাষীদের পক্ষে আইন পাস করে-চাষীদের বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করা যাবে না প্রত্যয় উল্লিখিত ছিল। এর ফলে ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। বাংলার নীল বিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন। রাজনৈতিক সচেতনতার ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের বীজ উগ্ধ করেছিল এই নীল বিদ্রোহ। নীলকরদের অত্যাচার নিপীড়ন ও শোষণের কাহিনী তুলে ধরেছেন কথাশিল্পী দীন বন্ধু মিত্র ১৮৬০ সালে তার 'নীল দর্পন' নাটকে।

তথ্য কণিকা

- নীল বিদ্রোহ সশস্ত্র রূপ নেয়- ১৮৫৯-৬০ সালে।
- নীল বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সরকার গঠন করে- নীল কমিশন
- নীল চাষীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থের নাম- নীলদর্পণ।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব

দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষিত হয় ১৯৩৯ সালে। ভারতবর্ষ বিভক্তির সময় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্মভিত্তিক ভারতবর্ষ বিভক্তির প্রস্তাবই হল দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূলকথা হিন্দু-মুসলিম আলাদা জাতি। উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক জিন্নাহর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' বিশ্বাসী ছিলেন না। লাহোর প্রস্তাবের কোথাও 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' শব্দটিও নেই।

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

১৯০৬ সাল থেকে পরিচালিত এ বৈপ্লবিক আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করে। ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি' এবং কলকাতার 'যুগান্তর পার্টি' ছিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের দুই প্রধান শক্তিশালী সংগঠন। ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি'র নেতা ছিলেন পুলিশ বিহারী দাশ এবং 'যুগান্তর পার্টির' নেতা ছিলেন বাঘা যতীন (প্রকৃত নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বিপ্লবীরা ১৯০৮ সালে বাংলার গভর্নর এডু ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিন্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এরপর বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লা চাকি বিহারে মোজাফফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কিংসফোর্ড গাড়িতে ছিলেন না, ছিলেন অন্য এক ইংরেজের স্ত্রী ও কন্যা। এ বোমায় উভয়ই নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন এবং তার ফাঁসি হয়। প্রফুল্লা চাকি আত্মহত্যা করেন।

বঙ্গভঙ্গ পরেও বিপ্লবী আন্দোলন চলতে থাকে। বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের

ঘটনা। এই অভ্যুত্থানের নেতা ছিলেন স্থানীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষক সূর্যসেন যিনি মাস্টার দা নামে পরিচিত। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল তিনি তার দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ। ব্রিটিশ সরকার সূর্যসেনসহ অধিকাংশ বিপ্লবীকে সমর্থ হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারী চট্টগ্রামে সূর্যসেনের ফাঁসি হয়।

তথ্য কণিকা

- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম শহীদ- ক্ষুদিরাম।
- ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

লক্ষ্মী চুক্তি

১৯১৬ সালে ১৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সাথে লক্ষ্মী শহরে নিজ নিজ দলের দলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন উভয় দলের নেতারা ঐতিহাসিক লক্ষ্মী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি মূলত হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতি ও সমঝোতার এক মূল্যবান দলিল।

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

ভারতের স্বাভাবিক আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৮ সালে কুখ্যাত ও প্রতিক্রিয়াশীল রাওলাট আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং যেকোন লোককে নির্বাসন এবং বিনা বিচারে করাও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাঞ্জাবে কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জনগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ চলাকালে সরকার গুলি চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে ১০ হাজার মানুষ সমবেত হয়। জেনারেল ডায়ার সমবেত জনগণকে কোনরূপ হুঁশিয়ারি প্রদান না করে তার সেনাবাহিনীকে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে বহুলোক হতাহত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রচারিত হলে সমস্ত ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

তথ্য কণিকা

- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সালে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড যার নির্দেশে সংঘটিত হয়- জেনারেল ডায়ার।
- রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি (১৯১৫) প্রত্যাখান (১৯১৯) করেন- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ।

খিলাফত আন্দোলন

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মান্য করত এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে

তুরস্ক ব্রিটিশ বিরোধী শিবিরে যোগ দেয়। এতে ভারতের মুসলমানরা পড়ে উভয় সংকটে। একদিকে তারা ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুগত প্রজা অপরিদিকে তুরস্কের সুলতান ছিল তাদের খলিফা। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের আশ্বাস দেয় তুরস্কের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। সরল বিশ্বাসে মুসলমানগণ ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন জোগায়। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়ের ফলে ব্রিটিশরা তুরস্কের ক্ষতি সাধন করে। তুরস্ককে ভেঙ্গে চুরমার করে মুসলমানদের মনে প্রবল আঘাত হানে।

তুর্কী সম্রাজ্যের অখণ্ডতা এবং খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ড. আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান প্রমুখ যে আন্দোলন শুরু করেন তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

তথ্য কণিকা

- খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন- মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।
- উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এককতা দৃঢ় করে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দেয়- খিলাফত আন্দোলন।

অসহযোগ আন্দোলন

অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী। রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯২০ সালের ১০ মার্চ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর অর্থ হল ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে, অফিস আদালতে কাজ করবে না, ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উপাধি বর্জন করবে ইত্যাদি।

তথ্য কণিকা

- অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাদ গান্ধী)
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল- ১৯২০-১৯২২ সাল।

স্বরাজপার্টি ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ ১৯২৩ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরাজদল বাংলার আইন পরিষদে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা অচল করার জন্য নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে ১৯২৩ সালে একটি সমঝোতায় পৌছান। এ সমঝোতা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে পরিচিত। এটি ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০)

১৯২৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ৮ সদস্যের একটি বিধিবদ্ধ পার্লামেন্টারি কমিশন গঠন করে। স্যার জন সাইমনকে এ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এ কমিশনে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। ১৯৩০ সালে এই কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে।

নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮)

সাইমন কমিশন গঠনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস ভারতবাসীর জন্য উপযোগী শাসন সংস্কারের চেষ্টা চালায়। এ পর্যায়ে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্ট নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত।

জিন্নাহর চৌদ্দদফা (১৯২৯)

নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন যা জিন্নাহর চৌদ্দদফা নামে পরিচিত।

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-১৯৩২)

গান্ধী ভারতে ‘পূর্ণ স্বরাজ্য’ প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে। ১৯৩২ সালে গান্ধী সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

গোল টেবিল বৈঠক

প্রথম দফা

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে সাইমন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য সরকার ১৯৩০ সালে লন্ডনে ‘গোল টেবিল’ বৈঠক ডাকেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ বৈঠকে যোগদান করেন। জিন্নাহ এই বৈঠকে তার চৌদ্দদফা পেশ করেন। কংগ্রেস এ বৈঠকে যোগদান থেকে বিরত থাকে।

দ্বিতীয় দফা

১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে। কিন্তু গান্ধী ও মুসলমানদের মধ্যে কোন আপোস না হওয়ায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও ব্যর্থ হয়।

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন।

ক্রিপস মিশন (১৯৪২)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালে এ

উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন, তা ‘ক্রিপস প্রস্তাব’ নামে খ্যাত।

ভারত ছাড় আন্দোলন

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপসন মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ‘ভারত ছাড়’ দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের শুরু হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা বার্মা দখল করলে সেখান থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাংলা খাদ্য শস্য ক্রয় করে বাংলার বাহিরে সৈন্যদের রসদ হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অসাধু, লোভী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে। এছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে বাংলার খাদ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত।

মন্ত্রী মিশন

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তার মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। এ তিন মন্ত্রীবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল মন্ত্রীমিশন নামে পরিচিত।

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার আলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন। এ আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

- ১। যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
- ২। ক্ষমতা বন্টন ও দ্বৈত শাসন প্রবর্তন
- ৩। পৃথক নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ
- ৪। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি এবং বার্মার পৃথকীকরণ
- ৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন এবং বিচার বিভাগীয় প্রধান্য প্রতিষ্ঠা।

এক নজরে প্রতিষ্ঠাতা

ব্রাহ্মসমাজ	রাজা রামমোহন রায়
মোহাম্মেডান লিটারেচার সোসাইটি	স্যার সৈয়দ আহমদ খান
অসহযোগ আন্দোলন	মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)
‘মহাত্মা’ উপাধি প্রদান করেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বি-জাতি তত্ত্ব (১৯৩৯)	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

এক নজরে বিভিন্ন চুক্তি, আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার সাল

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন	১৭৬০-১৮০০
	প্রধান-মজনু শাহ

সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭ সালে 'এনফিল্ড' নামক কার্তুজ কেন্দ্র করে এ বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। এটি ভারত উপমহাদেশের ১ম স্বাধীনতা যুদ্ধ
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	প্রতিষ্ঠা-১৮৮৫ প্রতিষ্ঠাতা- সিভিলিয়ান আলান অস্টাভিয়ান হিউম
মুসলিম লীগ	প্রতিষ্ঠা- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ প্রকৃত নাম- 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' উদ্যোক্তা- নবাব সলিমুল্লাহ,
লক্ষ্মী চুক্তি	১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৬ সালে

এটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দলিল	
অসহযোগ আন্দোলন	১০ মার্চ, ১৯২০ নেতৃত্ব- মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)
বেঙ্গল প্যাঙ্ক	১৯২৩ সালে এটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বলিষ্ঠ পদক্ষেপ
লাহোর প্রস্তাব	২৩ মার্চ, ১৯৪০
তেভাগা আন্দোলন	১৯৪৬-৪৭ নেত্রী- ইলা মিত্র বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় এ আন্দোলন হয় (দিনাজপুর ও রংপুরে তীব্ররূপে)

Teacher Student Work

০১. কত সালে ইউরোপ হতে আফ্রিকার উত্তরমালা অন্তরীপ হয়ে সমুদ্রপথে পূর্বদিকে আসার জনপথ আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৪৮৭ সালে খ. ১৪৯০ সালে
গ. ১৪৯৮ সালে ঘ. ১৫০২ সালে
০২. ভাস্কো-দা-গামা কত সালে ইউরোপ হতে জলপথে ভারতে আসেন?
ক. ১৪৯৮ সালে খ. ১৪৯২ সালে
গ. ১৫১৭ সালে ঘ. ১৬৪৮ সালে
০৩. কোন ইউরোপীয় ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন?
ক. ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগেলান খ. ফ্রান্সিস ড্রেক
গ. ভাস্কো দা গামা ঘ. ক্রিস্টোফার কলম্বাস
০৪. ওলন্দাজরা কোন দেশের নাগরিক?
ক. হল্যান্ড খ. ফ্রান্স গ. পর্তুগাল ঘ. ডেনমার্ক
০৫. ইউরোপের কোন দেশের অধিবাসীদের 'ডাচ' বলা হয়?
ক. নেদারল্যান্ড খ. ডেনমার্ক
গ. পর্তুগাল ঘ. স্পেন
০৬. দিল্লীর কোন সম্রাট বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন?
ক. শের শাহ খ. আকবর গ. জাহাঙ্গীর ঘ. আরঙ্গজেব
০৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়-
ক. ১৬০৮ সালে খ. ১৭৫৭ সালে গ. ১৬০০ সালে ঘ. ১৬৫২ সালে
০৮. সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রথম ইংরেজ দূত-
ক. ক্যাপ্টেন হাকিন্স খ. এডওয়ার্ডস
গ. স্যার টমাস রো ঘ. ইউলিয়াম কেরি
০৯. কোন সম্রাট সর্বপ্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন?
ক. আকবর খ. শাহবাজ খান
গ. মুর্শিদকুলী খান ঘ. জাহাঙ্গীর
১০. ইংরেজ বণিকগণ সরাসরি বঙ্গদেশে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন-
ক. আকবরের আমলে খ. জাহাঙ্গীরের আমলে
গ. শাহজাহানের আমলে ঘ. আলমগীরের আমলে

১১. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. ক্লাইভ খ. ডালহৌসি
গ. ওয়েলসলী ঘ. জব চার্নক
১২. কোন দেশের বাণিজ্যিক কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে?
ক. ইংল্যান্ড খ. ফ্রান্স
গ. হল্যান্ড ঘ. ডেনমার্ক
১৩. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল?
ক. ঢাকা খ. মুর্শিদাবাদ
গ. কলকাতা ঘ. আগ্রা
১৪. বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল?
ক. পূর্ব বাংলা ও বিহার খ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম
গ. পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা ঘ. পূর্ববঙ্গ
১৫. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক-
ক. লর্ড ক্লাইভ খ. লর্ড ওয়েলসলি
গ. লর্ড মিন্টো ঘ. লর্ড বেন্টিন্গ
১৬. টিপু সুলতান কে ছিলেন?
ক. ব্যাঙ্গোলারের শাসনকর্তা খ. মহীশূরের শাসনকর্তা
গ. আসামের শাসনকর্তা ঘ. অযোদ্ধার নবাব
১৭. সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন কে?
ক. লর্ড কর্নওয়ালিস খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. লর্ড বেন্টিন্গ
১৮. সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত হয়?
ক. ১৮১৯ খ. ১৮২৯ গ. ১৮৩৯ ঘ. ১৮৪৯
১৯. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে লর্ড ডালহৌসি কোন রাজ্যটি অধিকার করেন?
ক. অযোধ্যা খ. পাঞ্জাব গ. নাগপুর ঘ. হায়দারাবাদ
২০. ভারতে সর্বপ্রথম কার সময় রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়-
ক. লর্ড ওয়েলসলি খ. লর্ড বেন্টিন্গ
গ. লর্ড ক্যানিং ঘ. লর্ড ডালহৌসি

Previous Question

০১. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিলেন- [৪০তম
বিসিএস]
ক. পর্তুগিজরা খ. ইংরেজরা গ. ওলন্দাজরা ঘ. ফরাসিরা
০২. 'বঙ্গভঙ্গ' কালে ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? [৪০তম
বিসিএস]
ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড ওয়াভেল

- গ. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ঘ. লর্ড লিনলিথগো
০৩. 'বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করা হয় কোন সালে? [৩৪তম, ১০ম বিসিএস]
ক. ২২-৩-১৮৯৩ খ. ২২-৩-১৮০৫
গ. ২২-৩-১৭৯৩ ঘ. ১৬-৩-১৭৯৬
০৪. বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থায় কে প্রবর্তন করেন? [২২তম বিসিএস]

- ক. লর্ড কর্নওয়ালিস খ. লর্ড বেন্টিংক
গ. লর্ড ক্লাইভ ঘ. লর্ড ওয়াভেল
০৫. কত সালে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয়? [২২তম বিসিএস]
ক. ১৬২৯ সালে খ. ১৭২৯ সালে গ. ১৮২৯ সালে ঘ. ১৯২৯ সালে
০৬. বাংলায় ফরাসেজি আন্দোলনের সূচনাকারী/প্রবক্তা/উদ্যোক্তা/প্রধান সংগঠক/নেতৃত্ব দেন কে? [১৫, ২০, ২১, ২৪তম বিসিএস]
ক. হাজী শরীয়তুল্লাহ খ. সৈয়দ আহমদ
গ. দুদু মিয়া ঘ. মজনু শাহ
০৭. 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী' এটি কার ঘোষণা? [১৪তম বিসিএস]
ক. তিতুমীর খ. দুদু মিয়া
গ. হাজী শরীয়তুল্লাহ ঘ. ফকির মজনু শাহ
০৮. বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. নওয়াব আব্দুল লতিফ
গ. নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ঘ. স্যার সৈয়দ আহমেদ খান
০৯. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট বা গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

- ক. লর্ড ওয়াভেল খ. লর্ড কার্জন [২৯তম বিসিএস]
গ. লর্ড বেন্টিংক ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন
১০. ১৯০৫ সালে নবগঠিত প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? [১৫তম বিসিএস]
ক. ব্যামফিল্ড ফুলার খ. লর্ড মিন্টো
গ. লর্ড কার্জন ঘ. ওয়ারেন হেস্টিংস
১১. কোন ইউরোপীয় জাতি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসে? [১০, ১৬তম বিসিএস]
ক. ইংরেজরা খ. ওলন্দাজরা গ. ফরাসিরা ঘ. পর্তুগিজরা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ক	০৩	গ	০৪	ক	০৫	খ
০৬	ক	০৭	খ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	ঘ								

Practice Question

০১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কাল-
ক. ১৭৫৭-১৯৪৭ খ. ১৮৭৫-১৯৪৭
গ. ১৭৫৭-১৮৫৭ ঘ. ১৭৬৫-১৮৮৫
০২. ভারতীয় উপমহাদেশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন সালে?
ক. ১৮৫৭ খ. ১৮৮৫ গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬০
০৩. ভারতে শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়-
ক. ১৭৫৮ সালে খ. ১৮৫৮ সালে গ. ১৭৯২ সালে ঘ. ১৮৬২ সালে
০৪. ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় কোন সালে?
ক. ১৯৭২ খ. ১৮৫০ গ. ১৮৭২ ঘ. ১৯০১
০৫. ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক-
ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড রিপন
গ. লর্ড ডাফরিন ঘ. লর্ড লিটন
০৬. লর্ড লিটন কত সালে 'আর্মস অ্যান্ড' প্রবর্তন করেন?
ক. ১৮৭৬ সালে খ. ১৮৭৮ সালে
গ. ১৮৭৭ সালে ঘ. ১৮৮২ সালে
০৭. ১৯০৫ সাল কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত?
ক. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা খ. বঙ্গভঙ্গ
গ. গান্ধী হত্যা ঘ. ভারত বিভক্তি
০৮. বঙ্গভঙ্গ কত সালে হয়েছে
ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯৫৭ সালে গ. ১৯৪৭ সালে ঘ. ১৮০৫ সালে
০৯. বঙ্গ প্রদেশকে বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে বিভক্ত করেন-
ক. লর্ড হার্ডিঞ্জ খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড ক্যানিং ঘ. স্মার্ট পঞ্চম জর্জ
১০. ব্রিটিশ শাসনামলে কোন সালে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়?
ক. ১৭৫৭ খ. ১৯০৫ গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৯১১
১১. কার সময়ে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়?
ক. লর্ড কর্নওয়ালিস খ. লর্ড ক্লাইভ
গ. লর্ড কার্জন ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন
১২. প্রথম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
ক. হেস্টিংস খ. কার্জন গ. কর্নওয়ালিস ঘ. ডালহৌসি
১৩. পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন?
ক. ফুলার খ. কার্জন গ. মিন্টো ঘ. হেস্টিংস

১৪. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে?
ক. ১৯০৫ খ. ১৯১৬ গ. ১৯৪৫ ঘ. ১৯১১
১৫. বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা রহিত করেন-
ক. লর্ড বেন্টিংক খ. লর্ড কর্নওয়ালিস
গ. লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ. লর্ড ক্যানিং
১৬. ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়-
ক. ১৯১২ সালে খ. ১৮১২ সালে গ. ১৮৫৭ সালে ঘ. ১৮৬৫ সালে
১৭. কোন ব্রিটিশ শাসকের সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হয়?
ক. লর্ড মাউন্টব্যাটেন খ. লর্ড কর্নওয়ালিস
গ. লর্ড বেন্টিংক ঘ. লর্ড ডালহৌসি
১৮. ভারত বিভক্তির সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক. এটলি খ. চার্চিল গ. ডিজরেইলি ঘ. গ্লাডস্টোন
১৯. ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত-
ক. রায়ডক্রিফ কমিশন খ. সাইমন কমিশন
গ. লরেন্স কমিশন ঘ. ম্যাকডোনাল্ড কমিশন
২০. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন-
ক. স্যার জন হারবার্ট খ. এন্ডারসন
গ. স্যার এফ বারোজ ঘ. আর জি কেসি
২১. সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল ১৮৫৭ সালের কোন তারিখে?
ক. ১৫ মার্চ খ. ১৯ মার্চ গ. ২৬ মার্চ ঘ. ২৯ মার্চ
২২. ভারতবর্ষে কোন সনে সিপাহি বিদ্রোহ হয়?
ক. ১৭৫০ খ. ১৭৫৭ গ. ১৮৫০ ঘ. ১৮৫৭
২৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত করে ভারতকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনা হয় কবে?
ক. ১৮৩৩ সালে খ. ১৮৪২ সালে গ. ১৮৪০ সালে ঘ. ১৮৫৮ সালে
২৪. পাক-ভারত-বাংলা এই উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ কোন সনে শুরু হয়?
ক. ১৭৫১ খ. ১৮৫৭ গ. ১৯৫২ ঘ. ১৯১৭
২৫. ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় কোথা থেকে?
ক. বাঁসী খ. আগ্রা গ. দিল্লি ঘ. মিরাট
২৬. সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোন মনীষীর আন্দোলন পরিচালনার ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করে?
ক. রাজা রামোহন রায় খ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন

- গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২৭. ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন-
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. কেশব চন্দ্র সেন
গ. দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ
২৮. তিতুমীরের দুর্গের মূল উপাদান কী ছিল?
ক. ইট খ. বাঁশ গ. পাথর ঘ. কাঠ
২৯. তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেব্লা নির্মাণ করেন?
ক. নারিকেল বাড়িয়ায় খ. বারাসতে
গ. নদীয়ায় ঘ. চাঁদপুরে
৩০. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত হয়-
ক. ১৭৫৮ সালে খ. ১৮৩৮ সালে গ. ১৮৫৮ সালে ঘ. ১৮৬২ সালে
৩১. তিতুমীরের সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন-
ক. দুদু মিয়া খ. গোলাম আলী
গ. আমীল শেখ ঘ. গোলাম মামুদ
৩২. বাঁশের কেব্লা খ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কে?
ক. ফকির মজনু শাহ খ. তিতুমীর
গ. দুদু মিয়া ঘ. মীর কাসিম
৩৩. 'The spirit of Islam' গ্রন্থটির রচনা করেছেন-
ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. নওয়াব আব্দুল লতিফ
গ. স্যার সৈয়দ আহমদ ঘ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন
৩৪. ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে যে সব আন্দোলন হয়েছিল তার কোনটি প্রধান?
ক. হাসেমী আন্দোলন খ. কোরায়েশী আন্দোলন
গ. ফরায়েজি আন্দোলন ঘ. সৈয়দা আন্দোলন
৩৫. কোন নেতা ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন-
ক. হাজী শরীয়তুল্লাহ খ. মাদার বখশ
গ. তিতুমীর ঘ. দুদু মিয়া
৩৬. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল-
ক. ফরিদপুর খ. শরীয়তপুর
গ. খুলনা ঘ. যশোর
৩৭. দুদু মিয়া কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত?
ক. তেভাগা খ. ফরায়েজি গ. স্বদেশীঘ. ওয়াহাবী
৩৮. মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন কে?
ক. নবাব আহসানউল্লাহ খ. নবাব আবদুল গনি
গ. নবাব সলিমুল্লাহ ঘ. নবাব আবদুল লতিফ
৩৯. কার সহায়তায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়?
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
৪০. কোন মনীষী সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেন?
ক. দাদাভাই নওরোজী খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. শ্রীনিভাস শাস্ত্রী ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
৪১. ফকির আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?
ক. সিরাজ শাহ খ. মোহসীন আলী
গ. মজনু শাহ ঘ. জহীর শাহ
৪২. কে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. মাওলানা ভাসানী খ. সৈয়দ আমীর আলী
গ. হাজী মুহম্মদ মুহসীন ঘ. নবাব সলিমুল্লাহ
৪৩. চট্রগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৭১ সালে খ. ১৯১৫ সালে গ. ১৯২১ সালে ঘ. ১৯৩০ সালে
৪৪. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ১৮৫৮ সালে খ. ১৮৮৫ সালে গ. ১৯০৬ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে
৪৫. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন-
ক. জওহরলাল নেহেরু খ. মহাত্মা গান্ধী

- গ. অক্টোভিয়ান হিউম ঘ. ইন্দিরা গান্ধী
৪৬. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি-
ক. অক্টোভিয়ান হিউম খ. আনন্দমোহন বসু
গ. মতিলাল নেহেরু ঘ. উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৭. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়-
ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯০৬ সালে গ. ১৯১০ সালে ঘ. ১৯১১ সালে
৪৮. লিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কোন শহরে-
ক. ফরিদপুরে খ. ঢাকায় গ. করাচিতে ঘ. কোলকাতায়
৪৯. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন কে?
ক. বল্লভভাই প্যাটেল খ. অরবিন্দ ঘোষ
গ. হাজী শরীয়তুল্লাহ ঘ. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০. যে ইংরেজকে হত্যা চেষ্টার অভিযোগে ক্ষুদ্রিরামকে ফাঁসি দেয়া হয় তার নাম-
ক. কিংসফোর্ড খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ গ. ডাডসন ঘ. সিম্পসন
৫১. মাস্টারদা সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল-
ক. মেদিনীপুরে খ. ব্যারাকপুরে গ. চট্রগ্রামে ঘ. আন্দামানে
৫২. প্রীতিলতা ওয়াদেদার সম্পৃক্ত ছিলেন-
ক. তেভাগা আন্দোলনে খ. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে
গ. ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ঘ. সত্যগ্রহ আন্দোলনে
৫৩. প্রীতিলতা ওয়াদেদার কার শিষ্য ছিলেন?
ক. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের খ. মাস্টারদা সূর্যসেনের
গ. নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘ. মহাত্মা গান্ধীর
৫৪. নিচের কে ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
ক. জওহরলাল নেহেরু খ. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
গ. মহাত্মা গান্ধী ঘ. সুভাষচন্দ্র বসু
৫৫. খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা-
ক. খাজা নাজিমউদ্দিন খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. মাওলানা মোহাম্মদ আলী ঘ. এ. কে ফজলুল হক
৫৬. অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত স্মরণীয় নায়ক কে?
ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ. মাওলানা মোহাম্মদ আলী
গ. আগা খান ঘ. আবদুল রহিম
৫৭. ১৯০৫ ও ১৯২৩ সাল দুটি আমাদের জীবনের কোন দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত।
ক. বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি
খ. খেলাফত আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন
গ. বঙ্গভঙ্গ রদ, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন
ঘ. গান্ধীর ভারত আগমন, বিপ্লবী আন্দোলন
৫৮. কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন-
ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. এ কে ফজলুল হক ঘ. মাওলানা ভাসানী

৫৯. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী

ক. খাজা নাজিমুদ্দিন

খ. একে ফজলুল হক

গ. মোহাম্মদ আলী

ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৬০. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়?

ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

গ. এ কে ফজলুল হক

ঘ. আতাউর রহমান খান

৬১. কোন নেতা জমিদারি প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন?

ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

খ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

গ. এ কে ফজলুল হক

ঘ. আতাউর রহমান

৬২. দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন?

ক. আল্লামা ইকবাল

খ. স্যার সৈয়দ আহম্মদ

গ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

ঘ. আতাউর রহমান খান

৬৩. ক্রিপস মিশন কোন উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করে?

ক. অর্থনৈতিক

খ. রাজনৈতিক

গ. সামাজিক

ঘ. সাংস্কৃতিক

৬৪. বিখ্যাত লাহোর রেজুলেশন ১৯৪০ সালে কে উত্থাপন করেন?

ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

গ. লিয়াকত আলী খান

ঘ. এ কে ফজলুল হক

৬৫. ভারতে ক্যাবিনেট মিশন কখন এসেছিল?

ক. ১৯৪০ সালে

খ. ১৯৪৬ সালে

গ. ১৯৪২ সালে

ঘ. ১৯৪৭ সালে

৬৬. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কত তারিখে উত্থাপিত হয়?

ক. ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

খ. ১৩ মার্চ ১৯৪০

গ. ২৩ মার্চ ১৯৪০

ঘ. ২৩ মার্চ ১৯৪২

৬৭. লাহোর প্রস্তাব ছিল-

ক. স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব

খ. পাকিস্তান প্রস্তাব

গ. ভারত বিভাগের প্রস্তাব

ঘ. ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব

৬৮. ইংরেজি কোন সনের দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

ক. ১৭৭০

খ. ১৮৮৬

গ. ১৮৯৯

ঘ. ১৯৪৩

উত্তরমালা

০১	গ	০২	খ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	খ
০৬	খ	০৭	খ	০৮	ক	০৯	খ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ
১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ক	২০	গ
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ঘ
২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	ক
৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	ঘ
৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	গ
৪৬	ঘ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	ঘ	৫০	ক
৫১	গ	৫২	খ	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	গ
৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	গ
৬১	গ	৬২	গ	৬৩	খ	৬৪	ঘ	৬৫	খ
৬৬	গ	৬৭	গ	৬৮	ঘ				